সকল পন্যের সমাহার


মাছ


গোস্ত


শাক সবজি


মুদি


কসমেটিকস্

জিজেইউএস এন্টারপ্রাইজ

আলতাজের রহমান সড়ক, পুলিশ লাইনস্ মোড়, ভোলা।
মোবাইল ঃ +৮৮০১৭১৩৩৯৮৮৩৮

জিজেইউএস বুলেটিন

একটি অনিয়মিত সাময়িকী

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০২৩
সংখ্যা-১৪



GJUS

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ভোলা।

জিজেইউএস বুলেটিন

একটি অনিয়মিত সাময়িকী

উপদেষ্টা মন্ডলী

মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
জাকির হোসেন মহিন
হুমায়ুন কবির
জাকির হোসেন
বীথি ইসলাম
মোঃ মোস্তফা কামাল
মোঃ আজাদ হোসেন

সম্পাদনায়

মোঃ হারুন উর রশীদ

সহযোগীতায়

আনিসুর রহমান টিপু
রাসেল উদ্দিন

প্রচ্ছদ ও মুদ্রন

মোঃ মামুন-অর-রশিদ (মাসুম)
দৃষ্টি আই টি, জাহাঙ্গীর প্লাজা, ভোলা।

প্রকাশকাল

জানুয়ারী-২০২৩, সংখ্যা-১৪



গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)

আলতাজের রহমান সড়ক, ভোলা, টেলিফোন: **+8802478894169**

gjus.1997@gmail.com, e-mail: zakirmohin212121@gmail.com

website: www.gjus-bd.org, https://www.facebook.com/gjus0/



২৫শে আমরা

পহেলা জানুয়ারী, ২০২৩ গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) ২৫ টি বছর সফলতার সহিত পার করে ২৬ শে পা রাখল। সংস্থাটি সম্পূর্ন অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৭ সালের পহেলা জানুয়ারীতে দ্বীপ জেলা ভোলার সদর উপজেলার চরনোয়াবাদ এলাকায় আত্মপ্রকাশ করে। নিজের জমাকৃত অর্থ ব্যায় করে শুরু করা প্রতিষ্ঠান কখনো আলোর মুখ দেখবে বলে আশা করেননি সংস্থার দায়িত্ব নেয়া জাকির হোসেন মহিন। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক হওয়ায় হারার আগেই না হেরে চালিয়ে যান সংগ্রাম করে। অজোপাড়াগাঁয়ের দরিদ্র লোকজনের জন্য কিছু করার প্রবল আগ্রহ থেকেই তিনি গড়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ এই ২৫ বছরে তিনি তার নীতির উপর অটল থাকার কারনেই পেয়েছেন অজস্র সুনাম আর খ্যাতি। ভোলার নিরন্ন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচেছন নিরলসভাবে। শুরু থেকেই তিনি জোর দেন ক্ষুদ্র উদ্যোগতা তৈরির উপর। আর তাইতো তিনি উপকরণ সহায়তার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে সহায়তা করে আসছেন। ইতিমধ্যে সংস্থার কাছ থেকে উপকরণ এবং ঋণ সুবিধা নিয়ে প্রায় ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগতা তৈরি হয়েছে যারা তাদের কর্মক্ষেত্রে নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার আরো অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া সংস্থায় বর্তমানে প্রায় ১০০০ জন কর্মী বিভিন্ন পর্যায় স্থায়ীভাবে কর্মরত আছে। যার মধ্যে কৃষিবিদ, মৎস্যবিদ, ভেটেরিনারি সার্জন, ডাক্তার ও প্রকৌশলী রয়েছেন।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন এর বিশ্বাস টেকসই উন্নয়নের জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাই যথেষ্ঠ নয়। এর সাথে সাথে যদি জনগনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয় তবে একজন উদ্যোগতা নিবিরভাবে তার কার্যক্রম স্থায়ীভাবে পরিচালনা করতে পারে। আর সেই চিন্তা থেকেই তিনি তার প্রতিষ্ঠানে অনেক কারিগরী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন। সংস্থাটি শুরু থেকেই কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতের দিকে আলাদা নজর দিয়ে আসছে। ভোলার গরিব মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে হাতে নিয়েছেন একের পর এক সময়োযোগী প্রকল্প এবং মানুষের দোরগোড়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন উন্নত জাত। এসব জাতের সঠিক চাষাবাদ এবং পরিচর্যার জন্য সংস্থাটি এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০০০ কৃষক ও খামারিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং কৃষক যাতে স্বল্পমূল্যে খুব সহজে উন্নত জাতের বীজ, মাছের পোনা ও বিভিন্ন প্রাণির বাচ্চা পেতে পারে তার জন্য গড়ে তুলেছেন একটি আধুনিক ব্রিডিং খামার এবং দেশী মাছের হ্যাচারী। কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন মহিন ২০১৩ সালে "শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক" হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরুস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য সংস্থাটি আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কর্পোরেশন (আইএফডিসি) থেকে পুরুস্কার গ্রহণ করেন। কৃষি সহায়তা ও বাস্তবায়ন ক্যাটাগরিতে দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড চ্যানেল আই অ্যাগ্রো অ্যাওয়ার্ড- ২০১৯ লাভ করে সংস্থাটি। তাছাড়া ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য সংস্থাটি মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার লাভ করে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি বর্তমানে ২৮ টির অধিক আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। পাশাপাশি ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলায় ৬০টি শাখা রয়েছে।



জলোচ্ছাস থেকে আধুনিক কিল্লায় রক্ষা পেলো ভোলার বিভিন্ন চরের শত শত মহিষ

হারুন উর রশীদ ঃ

উপকুল দিয়ে বয়ে যাওয়া কয়েকদিনের বৃষ্টি ও জলোচ্ছাসে রক্ষা পেলো ভোলার কয়েকটি চরের শত শত মহিষ। বিগত সময়ে জড় জলোচ্ছাসে অনেক মহিষই ভেসে যেতো পানির তোড়ে। কিন্তু এবার চরের মহিষগুলো আশ্রয় নিয়েছে চরে গড়ে উঠা দৃষ্টিনন্দন আধুনিক কিল্লায়। এ ধরনের আধুনিক কিল্লা দেশের মধ্যে ভোলায়ই প্রথম বলে জানা যায়।

মহিষ বাথানিয়া মোঃ রিয়াজ, মোঃ শরিফ জানান বিগত সময়ে তারা মাটি দিয়ে উচু করে মাটির কিল্লার চার পাশে সুপারি গাছ দিয়ে গোলক বৃত্তের মধ্যে মহিষ রাতে আটকে রাখতো। তখন পানিতেই ভেসে থাকতো মহিষ। অনেক সময় পানির স্রোতে ভেসে যেত তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দামের মহিষ। অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালন পালন করতো তাদের মহিষগুলো। বর্তমানে বেশ কয়েকটি চরে আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কিল্লা নির্মিত হওয়ায় এবার তাদের কোন কষ্ট হয়নি। পুরো জোয়ারের মধ্যে মহিষগুলো আধুনিক কিল্লায় উঠিয়ে রাখা হতো এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ওই কিল্লায় আধুনিক ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। যা স্বপ্নেও ভাবেনি তারা। প্রতিটি কিল্লায় আশ্রয় নিয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিষ।

মহিষ বাথানিয়া রেজাউল, বাশার মাঝি ও ইব্রাহীম জানান, মহিষের সাথে তাদেরও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে কিল্লায়। রয়েছে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা। অন্যদিকে লাগানো হয়েছে বর্জ্র নিরোধক যন্ত্র। যে কারনে আমাদের এবং মহিষের চরে থাকায় কোন অসুবিধা হচ্ছেনা। চরের মধ্যে এমন দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা আগে কখনই দেখেনি বাথানরা। তারা আরো জানান, কিল্লার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি পশু সুরক্ষায় তার নিয়মিত চিকিৎসা সেবাও পাচ্ছেন বিনামুল্যে। রয়েছে সৌর বিদ্যুৎ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের এসইপি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ভোলার ভেদুরিয়ার চর চটকিমারা, ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চর চন্দ্রপ্রসাদ ও চরমুন্সিতে মোট তিনটি আধুনিক কিল্লা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। যা ভোলাতেই প্রথম বলে জানান গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। গুরুত্ব বিবেচনায় আরো কিল্লা নির্মাণ কাজটি চলমান থাকবে বলে জানান তিনি।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার এসইপি প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ডাঃ তরুন কুমার পাল জানান, কেবল মহিষ ও মহিষ বাথানিয়াদের কথা চিন্তা করে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাথে রয়েছে বিনামূল্যে মহিষের চিকিৎসা সেবা। এ ছাড়াও আশপাশের জেলেরাও দুর্যোগপূর্ন অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারবে কিল্লায়।



ভোলায় দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আধাঁনিবিড় পদ্ধতিতে দেশী জাতের মুরগি পালন

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বানিজ্যিক ভাবে দেশী জাতের মুরগি পালন। মুরগি পালনে লাভবান হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। আধাঁ নিবিড় পদ্ধতিতে এ মুরগি পালন পাল্টে দিচ্ছে তাদের



ভাগ্য। আধাঁ নিবিড় পদ্ধতির সুফল ছড়িয়ে পড়ছে অন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যেও।

ভোলা সদর ও দৌলতখান উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে আধাঁ নিবির পদ্ধতিতে পরিবেশ সম্মত ভাবে দেশী জাতের মুরগি পালন করা হচ্ছে। দুই উপজেলার আটশত পরিবারের মধ্যে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালনের সুযোগ করে দিয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ সম্মতভাবে দেশী মুরগী পালনের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, বিনামূল্যে বিভিন্ন উপকরণ যেমন ১০০ টি করে দেশী মুরগির বাচ্চা, ডিমপাড়া মুরগি, জীবানুনাশক, গামবোট, স্প্রে মেশিন, ফাস্ট এইড বক্স, জাল, সুতা ও মুরগীর বাচ্চা ফোটানোর জন্য ইনকিউবেটর মেশিন ও ওয়েস্ট কম্পোস্টিং চেম্বার দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সংস্থার মাধ্যমে শহজ শর্তে উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে এগুলো বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও উদ্যোক্তারা বাড়িতে বসেই তাদের মুরগী ও বাচ্চা বিক্রি করছে। এদের দেখে স্থানীয় অনেকেই আধাঁ নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী মুরগী পালন করা শুরু করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগক্তা নিশাত পারভিন জানান, সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজ শর্তে চার লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পরিবেশসম্মত খামার গড়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে মুরগি ও মুরগির ডিম বিক্রি করেছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হাসিনা বেগম. কলাকোপা, মধ্য জয়নগর, দৌলতখান, তিনি জানান সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিনামূল্যে একশত দেশী মুরগির বাচ্চা পেয়েছেন। তিনি প্রায় বারো হাজার টাকার মুরগি বিক্রি করেছেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নুরনবী ফরাজি, মধ্য জয়নগর, দৌলতখান তিনি জানান, সংস্থা থেকে একটি ইনকিউভেটর মেশিন ও ৩০ টি বুলেট (ডিমপাড়া মুরগী) মুরগি পেয়ে একটি মাতৃ মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ মিজানুর রহমান জানান, তাদের কর্মীরা প্রতিটি খামারে প্রতিনিয়ত দেখাশুনা করে এবং যে কোন সমস্যায় খামারিদের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার ব্যাংকের হাট বাজারে একটি পোল্ট্রি সার্ভিস সেন্টার ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন জানান, বিলুপ্তপ্রায় দেশী মুরগি আগে গৃহ পর্যায়ে লালন পালন হতো। এখন তা দেখা যায়না। তাই দেশী মুরগীর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বৃদ্ধির লক্ষে আমরা সব ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছি। ভবিষ্যতেও থাকবে।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ইন্দ্রজিত কুমার মন্ডল জানান, প্রাণিসম্পদের কর্মীদের পাশাপাশি গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থাও দেশী মুরগির জাতকে ধরে রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ ও মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে তা বিতরণ করছে, এটা ভালো উদ্যোগ।





মনপুরার কলাতলী চরে সূর্যমুখীর ভালো ফলনে কৃষকের মুখে হাঁসি

শিমুল চৌধুরী ঃ

ভোলার মনপুরার বিচ্ছিন্ন কলাতলী চরে পতিত জমিতে সূর্যমুখীর ভালো ফলন হয়েছে। চলতি মৌসুমে এ চরে সূর্যমুখীর চাষ করে লাভের আশা দেখছেন চাষী শাহ জালাল। তিনি জানান, নদীর লবনাক্ত পানি কলাতলী চরে প্রবেশ করায় এ চরে গত কয়েক বছর ধরে তেমন কোন ফসল হচ্ছিলনা। ফলে পতিতই পরেছিল সেই জমি। চলতি মৌসুমে স্থানীয় এনজিও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা থেকে বিনামূল্যে সূর্যমূখীর বীজ ও জৈব সার এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও বেশী লাভের আশা দেখছেন চাষী শাহ জালাল। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া ঠিক থাকলে ও বাজারে সূর্যমুখীর দাম ভালো পেলে গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশী লাভবান হতে পারবেন বলে মনে করছেন স্থানীয় এ চাষি। তাঁর সাফল্য দেখে স্থানীয় অর্ধশতাধিক কৃষক সূর্যমূখী চাষে উদ্বুদ্ব হয়েছেন। তারা আগামীতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা থেকে বীজ, সার ও প্রশিক্ষণ নিয়ে সূর্যমুখীর চাষ করবেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় কৃষক সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বলেন, পাশ্ববর্তী চাষী শহ জালালের সূর্যমুখী চাষের সাফল্য দেখে আমাদেরও এ চাষে আগ্রহ বেড়েছে। আগামীতে আমরাও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা থেকে বীজ, সার ও প্রশিক্ষণ নিয়ে সূর্যমুখীর চাষ করবো। স্থানীয় চাষীরা জানান, নদী বেষ্টিত কলাতলী চরের চারিদিকে বেড়িবাঁধ না থাকায় এবং গত কয়েক বছর ধরে পানির উচ্চতাও বেড়ে যাওয়ায় জোয়ারের লবনাক্ত পানি ভেতরে ঢুকে যায়। এতে জমির বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কোন ফসলের ফলন ভালো হয়না। এ বিষয়ে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার কলাতলী চরের শাখা ইনচার্জ মোঃ মাহবুব জানান, তারা ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে কলাতলী চরে কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, নদীর লবনাক্ত পানি এ চরে প্রবেশ করে কৃষকের ফসলী জমি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এ চরে আমরা বিকল্প পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ কর্মসূচি গ্রহন করি। সংস্থাটির কৃষিবিদ আনিছুর রহমান টিপু বলেন, কলাতলী চরে এ বছর থেকে পরীক্ষামূলক ইকলোজিকাল ফার্মিং (পরিবেশ বান্ধব ফসল চাষ) প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের পেইজ প্রকল্পের সহযোগিতায় এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষামূলক ভাবে এ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, লবনাক্ত এ জমিতে যাতে কৃষকরা তাদের ফলন ভালো ফলাতে পারে সেজন্য এ চরের কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে বাড়ি সূর্যমূখী-৩ ও বিভিন্ন জাতের সবজির বীজ, জৈব সার, কেঁচো সার বিতরণসহ বিভিন্ন সহযোগিতা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে বিভিন্ন সবজির বীজ, কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য ৫০ জনকে রিং স্লাব ও ড্রাম দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনেকটা অনুকূলে থাকায় এ বছর দ্বিগুণ ফলনের আশা করছেন তিনি। শুধু মনপুরার কলাতলীর চর নয়; ছাড়াও ভোলা সদর, চরফ্যাশন, দৌলতখান, বরিশাল জেলার বাখেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন জানান, আমরা কলাতলীর চরে এখন পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করলেও ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহন করার ইচ্ছা রয়েছে। সেক্ষেত্রে চাষীদের বসতভিটা ও তাদের বাড়ির আঙ্গিনার জমি উচু করতে হবে।

এ বিষয়ে মনপুরা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা আকাশ বৈরাগী বলেন, কলাতলীর চরের চারিদিকে কোন বেড়িবাঁধ না থাকায় জোয়ারের লবনাক্ত পানি ভেতরে ঢুকে। ফলে আমনের মৌসুমে শুধু আমন ধান ছাড়া কোন ফসল হয়না। ওই চরে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। আমিও তাদের কয়েকটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। তবে, কলাতলীর চরে চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মিত হলেও চরে আরও ভালো ফলন হবে বলেও মনে করছেন এ কর্মকর্তা।

পবিপ্রবি এর মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ ও জিজেইউএস এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

জিজেইউএস ডেস্কঃ



পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) এর ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন মহিনের উপস্থিতিতে পবিপ্রবি এর মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলাম রুমি এবং জিজেইউএস এর উপ-পরিচালক (টেকনিক্যাল) ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পবিপ্রবি'র এএনএসভিএম অনুষদের প্রফেসর ড. এ,কে,এম, মোস্তফা আনোয়ার, প্রফেসর ড. মিল্টন তালুকদার, সহকারী প্রফেসর ডাঃ ওয়াহেদুল করিম আনসারী, ডাঃ ইয়াসিন আরাফাত ও রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ড. মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও জিজেইউএস এর ডাঃ তরুন কুমার পাল ও কৃষিবিদ মোঃ রানা।

এই চুক্তির মাধ্যমে ইফাদ ও পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত আরএমটিপি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য প্রাণি হতে নিরাপদ খাদ্য (দুধ ও মাংশ) উৎপাদনে ও সঠিক মান নিশ্চিন্তকরণে এবং গবাদি প্রাণির জ্যুনোটিক রোগসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে। এছাড়া এ চুক্তির মাধ্যমে যুগোপযোগী গবেষণার দ্বারা দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে পবিপ্রবি এর মাইক্রোবায়োলজি এন্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ এবং জিজেইউএস যৌথভাব কাজ করবে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে ও পবিপ্রবি এর এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা জিজেইউএস এর প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান

জিজেইউএস ডেস্কঃ



ভোলায় বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আজ বুধবার গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের হলরুমে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব রাজিব আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে দুই জনকে আটহাজার টাকা করে ও তিন জনকে পাঁচ হাজার টাকা করে বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বারো হাজার টাকা করে এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য দরীদ্র ও মেধাবী পয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থীকে মোট চারলক্ষ একান্ন হাজার টাক বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) মোঃ জাকির হোসেন, হিসাব ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজাদ হোসেন প্রমূখ।

ভোলার ভেলুমিয়ায় বাজারে গবাদি পশুর ভ্যাকসিনেশন হাব এর উদ্ধোধন



ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নে গবাদি পশু সুরক্ষায় ভ্যাকসিনেশন হাব এর উদ্ধোধন করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এল আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ভেলুমিয়া বাজারে এ ভ্যাকসিনেশন হাব এর উদ্ধোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ও নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট কপিল কুমার পাল, আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার টেকনিক্যাল উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
ভ্যাকসিনেশন হাব এর মাধ্যমে গবাদি পশু চিকিৎসায় সব ধরনের ঔষধ সহজে পাওয়া যাবে ও বিনামূল্যে ভ্যাকসিন ও প্রাণী ডাক্তারের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আয়োজকরা জানান।

ভোলার ভেলুমিয়ার চর মোহাম্মদে গবাদি পশুর টিকা ক্যাম্প ও কৃমিনাশক প্রদান

জিজেইউএস ডেস্কঃ



সুইস এজন্সি ফর ডেভলপমেন্ট করপোরেশন (এসডিসি) র অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (এলআর এমপি) মডেল-২ এর আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চর মোহাম্মদে গবাদি পশুর খুরা রোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ক্ষুরা রোগের এ টিকা দিয়ে সহযোগীতা করে।
টিকা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপক মোঃ কামরুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মোঃ মাহামুদুর রহমান, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) হুমায়ুন কবীর, উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সুশংকর দে সুপ্ত, সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান ও খলিলুর রহমান। ক্যাম্পে প্রায় ৮০০ গবাদি প্রাণিকে (গরু-৩৫০ ও মহিষ-৪৫০) ক্ষুরা রোগের টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান করা হয়।

গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে দেশী মুরগি পালনের অনুদান বিতরণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ



গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে দেশী মুরগী পালনের জন্য বিভিন্ন সদস্যকে অনুদান দেয়া হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার ভোলা-২ শাখার ১৫ জন সদস্যকে বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশী মুরগি পালন করার জন্য অনুদান বিতরণ করে। বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বিত কৃষি ইউনিটের ফোকাল পারসন ডাঃ অরুণ কুমার সিনহা, ভোলা-২ শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আলী এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিটের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রহিম। দেশী মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে আধুনিক খাঁচা, জীবাণুনাশক, ডিম পাড়ার বাক্স এবং বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে যাতে করে তারা তাদের আয় বৃদ্ধিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভোলার গঙ্গাপুরে সমৃদ্ধি প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার গঙ্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে বিনামূল্যে বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পে রোগী দেখেন ডাঃ মোঃ আনিসুজ্জামান, মেডিকেল অফিসার খায়েরহাট হাসপাতাল, দৌতলখান, ভোলা ও ডাঃ মোঃ ইমরান হাসান; মেডিকেল অফিসার, বোরহানউদ্দিন হাসপাতাল, ভোলা। ক্যাম্পে বিনামূল্যে সারাদিন ব্যাপি দুই শতাধিক মেডিসিন ও শিশু রোগী দেখা হয় এবং তাদের মাঝে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি প্রকল্পের সমন্বয়কারী আব্দুল জব্বার, সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কমল মজুমদার; সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরিদর্শনগন; শাখা ইনচার্জ মোঃ আবুল হাসান এবং সমৃদ্ধি প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য বৃন্দ।



সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। বুধবার অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন কবীর, পরিচালক (কর্মসূচি)। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা; ডাঃ শাহীন মাহমুদ, ভেটেরিনারী সার্জন এবং এ.এইচ.এম জাকির হোসেন, খামার ব্যবস্থাপক, জেলা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ভোলা সদর।



অনুষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ায় পরিকল্পনা তুলে ধরেন সহকারী পরিচালক কৃষিবিদ আনিসুর রহমান টিপু, পরিচালনায় ছিলেন ডাঃ অরুণ কুমার সিনহা, উপ-পরিচালক ও ফোকাল পারসন (সমন্বিত কৃষি ইউনিট)। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আরিফুজ্জামান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ আবদুর রহিম, কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মুরাদ হোসেন চৌধুরী এবং সহকারী কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দসহ মিডিয়ার লোকজন।

আলোচনা সভায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্ধকৃত প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন কৌশল, অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সভায় কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়েছে। মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ধান নতুন জাত যেমন: : ব্রি ধান-৭২, : ব্রি ধান-৮৭, ব্রি ধান-৯৩, ব্রি ধান-৯৪, ব্রি ধান-৯৫ এবং ফসল চাষের ক্ষেত্রে শালগম, স্কোয়াস, সবুজ মূলা ইত্যাদি চাষ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সর্জান পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণের নির্দেশনা দেন এবং পাশাপাশি বেবী তরমুজ ও গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে আরো একটু মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। সরকারি সহযোগিতা ও সংস্থার সহযোগিতা যাতে ওভারলেপিং না হয় এবং কীটনাশক ব্যবহার কমাতে কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের নিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

উপস্থাপনার পরবর্তীতে সরকারী উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক মতামত প্রদান করেন। সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য নিয়ে এ পর্যন্ত কর্মএলাকায় প্রায় ২৫০০টি ডেমো খামার বা প্লট তৈরী করেছে তার আঙ্গিকে ডাঃ শাহীন মাহমুদ বলেন, ডাটাবেইজ অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করে তা বিশ্লেষণ করা। ভোলা জেলার সর্বত্র টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশাব্যক্ত করেন। তিনি পাশাপাশি টিকা সচেতনতা এবং নিরাপদ মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্র খামার সম্প্রসারণে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা(জিজেইউএস)-এর অভিজ্ঞ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এ.এইচ.এম জাকির হোসেন বলেন, মাছ চাষে বিকল্প খাবারের উৎস নির্ণয় করতে হবে এবং ভোলার হাজাগোজা পুকুরে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিষমুক্ত শুটকি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব ব্র্যান্ডে উৎপাদন এবং বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হলে ভোক্তারা উৎসাহ পাবে।

ভোলায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মহড়া

ভোলা প্রতিনিধি॥



ভোলায় দুর্যোগ ঝুকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ এর প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে ভেলুমিয়া ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ মহড়ার আয়োজন করেন। মহড়ায় কারিগরি সহায়তা করেন ভোলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা।

এ মহড়াকে ঘিরে ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চন্দ্র প্রসাদ গ্রামের মানিক মিয়া আইডিয়াল কলেজ মাঠে শত শত নারী পুরুষের সমাগম ঘটে।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাকির হোসেন মহিন, পিকেএসএফ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার খসরু মহিন তানজির আহমেদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার রাশেদুল হাসান, ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম মাষ্টার প্রমূখ। উপস্থাপনা করেন সংস্থার পুষ্টিবিদ মোঃ বাবুল আখতার।

ভোলায় বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

“প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও পালিত হলো বিশ্ব ডিম দিবস-২০২২।



বিশ্ব ডিম দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহযোগীতায় এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এর বাস্তবায়নাধীন এসইপি-নেটিভ পোল্ট্রি প্রকল্পের পক্ষ থেকে ফাতেমা খানম সরকারী শিশু পরিবার (বালক) এ এক রচনা প্রতিযোগীতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, উপ-পরিচালক (কারিগরি), জিজেইউএস। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব সুপর্ণা জোদ্দার, উপ-তত্বাবধায়ক কর্মকর্তা, ফাতেমা খানম সরকারী শিশু পরিবার (বালক)।

সভার শুরুতেই সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এসিইপি-নেটিভ পোল্ট্রি প্রকল্প। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব এ এইচ এম ফরিদ উদ্দিন, প্রশিক্ষক (কারিগরি) তার বক্তব্যে ডিম দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ডিম খাওয়ার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং এরকম একটি আয়োজন তাদের প্রতিষ্ঠানে করার জন্যে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) কে ধন্যবাদ জানান। সভার সভাপতি মহোদয় প্রতিদিন ডিম খাওয়ার উপরে গুরুত্বারোপ করে তার তথ্যমূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং সর্বশেষে রচনা প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য যে, রচনা প্রতিযোগীতায় ১ম স্থান অর্জন করেন মোঃ ছানাউল্লাহ্, ২য় স্থান অর্জন করেন মোঃ ছাইমুন এবং ৩য় স্থান অর্জন করেন মোঃ ফাহিম হোসেন।

বরিশালের বাকেরগঞ্জে ঘাসের বাজার সম্প্রসারণে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ



বরিশালের বাকেরগঞ্জে ঘাসের বাজার সম্প্রসারণে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত ও একটি ঘাস বিক্রির দোকানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের নিরাপদ মাংশ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন (আরএমটিপি) উপ-প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা বাকেরগঞ্জ হেলিপ্যাড রোড সংলগ্ন এলাকায় এ সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আলাউদ্দিন মাসুদ, আরএমটিপি ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ নজরুল ইসলাম। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক কর্মসূচি হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান, ও কৃষিবিদ আনিসুর রহমান টিপু।

বক্তারা গবাদিপশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে অবস্থা বেধে নেপিয়ার ও প্যারা ঘাস খাওয়ানো ও প্রাকৃতিক ভাবে পশু পালনে আহ্বান জানান। এ সময় খামারিরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বাজারে দানাদার খাবারের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় ঘাস চাষ ও তার ব্যবহার বিধির উপর আলোচনা করেন। পরে একটি ঘাসের ডিলার পয়েন্ট উদ্বোধন করা হয়।

ভোলার গঙ্গাপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে দিনব্যাপি চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ



ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার গঙ্গাপুর ইউনিয়নে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ ক্যাম্পের আয়োজন করে।

আজ সোমবার সকালে গঙ্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে চক্ষু ক্যাম্পে রোগী দেখেন বরিশাল ইসপাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের ডাঃ মোঃ জান্নাতুল নাইম সিয়াম।

সহযোগী হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্প অর্গানাইজার কাজী মিজানুর রহমান, রিফ্রেকশনিস্ট শামিমা ফেরদৌস, অ্যাসিস্ট্যান্ড অপথ্যারমিকস পার্সোন তানিয়া ইসলাম ও সেবিকা লতিকা হালদার।

সংস্থার পক্ষে ছিলেন সহকারী পরিচালক মোঃ আবু বকর, সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল জব্বার ও সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ কমল মজুমদার। চক্ষু ক্যাম্পে দু শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ঔষধ ও চশমা বিতরণ করা হয় এবং বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য চল্লিশজন রোগিকে বাছাই করা হয়েছে। প্রত্যেককে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে।

ভোলার দৌলতখানে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলার দৌলতখান উপজেলার মিয়ার হাট এলাকায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দুই দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এর বাস্তবায়নাধীন সম্বনিত কৃষি ইউনিটভূক্ত মৎস্যখাতের আওতায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন দৌলতখান উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ মাহফুজ। বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব হুমায়ূন কবীর, উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান। মৎস্য কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান প্রমূখ। প্রশিক্ষণে ৩০জন মৎস্য খামারি অংশগ্রহন করেন।



আন্তঃ কিশোর ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট কানাই নগর কিশোর ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় আন্তঃ কিশোর ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলায় কানাই নগর কিশোর ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার আপ হয়েছেন পৌর কাঠালি পানির কল কিশোর ক্লাব। সেরা খেলোয়ার ও সেরা সর্বোচ্চ খোলাদাতা নির্বাচিত হন পানির কল কিশোর ক্লাবের মোঃ স্বাধীন। ভোলা আলতাজের রহমান ডিগ্রি কলেজ মাঠে উভয়ের মধ্যে সোমবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণ করেন ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারন সম্পাদক মুনতাছির আলম রবিন চৌধুরী।



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি কর্মসূচির আয়োজনে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ খেলার আয়োজন করে। পুরস্কার বিতরণ অনষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) হুমায়ুন কবীর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভোলা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক মোঃ মোস্তফা কামাল ও আলতাজের রহমান কলেজের সহকারী অধ্যাপক ওবায়েদুর রহমান। খেলা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেফরি তুহিন রেজা। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কৈশোর কর্মসূচির ফোকাল পার্সন ও ভোলা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্য মোঃ আলমগীর হোসেন। উপস্থিত ছিলেন কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ মানছুর আলম। খোলায় অংশগ্রহনকারী ৬ টি দলকে একটি করে ফুটবল দেয়া হয়।

বরিশালে পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় বক্তারা

বাংলাদেশে লবনাক্ততার প্রধান কারন ফারাক্কাবাঁধ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য প্রথম ও প্রধান সমস্যা ফারাক্কা বাঁধ, দ্বিতীয় সমস্যা পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব, একইসাথে ভূমি নীতিমালা না মেনে এবং নদী-খাল দখল করে যত্রতত্র স্থাপনা



নির্মানও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে মতামত প্রকাশ করেছেন বক্তারা। ২১ মার্চ সোমবার বেলা ১১টায় বরিশাল নগরীর বিডিএস হলরুমে আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীন ক্লাইমেট ফাণ্ড ও পিকেএসএফ এর পরিবেশ কার্যক্রম' সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় বক্তারা এসব বিষয়ের যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে অধিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন । পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আয়োজনে এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার (জিজেইউএস) সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোস্টাল স্ট্যাডিজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. হাফিজ আশরাফুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জনউন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন, গ্রীন ক্লাইমেট ফাণ্ড এবং এর কার্যপরিধি নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন পিকেএসএফ উর্ধ্বতন কর্মকতা মোঃ নুরুজ্জামান এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন আবু নাসের। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিশাল স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শহীদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ডীন প্রফেসর ড. আহমেদ পারভেজ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা অনেকেই ভূমি ব্যবহার নীতিমালা মানছি না। গত বছর বরিশালসহ অনেক উপকূলীয় এলাকায় হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়, এর প্রধান কারণ খাল বিল পুকুরের পানিতে লবনাক্ততার পরিমান অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া। তাছাড়া বন্যার চেয়ে ইদানিং বর্জ্রপাতে বেশি মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনাকেও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে মনে করে তিনি। গেস্ট অব অনার প্রফেসর ড. আহমেদ পারভেজ বলেন, মানুষ সৃষ্ট গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশ ও বায়ুদূষণের ফলে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু ও উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পাবে বলে জানান তিনি। উম্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আজিজুল হাকিম, তিনি ক্লাইমেট পরিবর্তনের ডাটা বা পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কি হবে তা নয়, কি কি হয়েছে তা পরিষ্কার করতে হবে বলে দাবী তোলেন। অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. অসিত কুমার পাল, প্রফেসর ড. মহসিন হোসেন খান, বিএম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ফজলুল হক, ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, উন্নয়ন কর্মী জাহানারা বেগম স্বপ্না, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা মরিয়ম বেগমসহ আরো অনেকে।

ভোলায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। আয়োজনের মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা ও র‍্যালী। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো "শিক্ষক দিয়েই শিক্ষকের রুপান্তর শুরু"। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব এজাজুল হক। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।



অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন চরসামাইয়া ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি ওমর আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবুল বশার। বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক কর্মসূচি জনাব হুমায়ুন কবীর। উপস্থাপনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন কৃষিবিদ আনিসুর রহমান টিপু ও প্রিন্সিপ্যাল অফিসার জনাব আলমগীর হোসেন। পরে একটি র‍্যালী বের হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষকরা। অংশগ্রহনকারী ছিলো ৫০ জন। বক্তারা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন এবং শিক্ষকদের মূল্যায়নে সরকারের কাছে জোর দাবী জানান।

বিজ্ঞানমেলায় অংশ নিয়ে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ



জিজেইউএস ডেস্কঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসন, ভোলা সদর, ভোলা ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষনা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর যৌথ আয়োজনে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্বরে "স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনীতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)র পক্ষে এসইপি -নেটিভ পোল্ট্রি প্রকল্প, এসইপি -মহিষ প্রকল্প ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট অংশগ্রহন করে। এ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শণ করেন জনাব তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী, জেলা প্রশাষক, ভোলা। এ সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে সাথে ছিলেন মোঃ মোশারেফ হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভোলা, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা। উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যান্যরা। এ প্রদর্শনীতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) কে সনদপত্র বিতরণ এবং তৃতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ প্রদর্শনীতে উপজেলা কৃষি অফিস, ভোলা সদর, ভোলা কে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং উপজেলা মৎস্য অফিস, ভোলা সদর, ভোলা কে প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। সনদপত্র বিতরণ করেন জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভোলা সদর, ভোলা এবং পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা সদর, ভোলা।

প্রবীণদের দাফনের জন্য অর্থ প্রদান



জিজেইউএস ডেস্কঃ
ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের অসহায় দুস্থ্য এক প্রবীণের আত্নীয়র মাঝে দাফনের জন্য নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। মৃত ছামছল হক এর স্ত্রী জরিনা খাতুন এ অর্থ গ্রহন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভোলা-২ শাখার শাখা ম্যানেজার মোঃ আলি।
উল্লেখ্য যে, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

ভোলার মনপুরার কলাতলির চরে ইকোলজিক্যাল ফার্মিং বিষয়ক স্ট্যার্ট-আপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত



জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মনপুরা উপজেলার দূর্গম চর কলাতলির চরে ইকোলোজিক্যাল ফার্মিং বিষয়ক স্ট্যার্ট-আপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুপুরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পেইজ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মনপুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামিম মিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মনপুরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব আকাশ বৈরাগী।

সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব হুমায়ুন কবীর।

আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পরিচালক (হিসাব) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, পেইজ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ আনিসুর রহমান টিপু, এরিয়া ইনচার্জ বশির আহমেদ। কর্মশালা শেষে ১২৫ জন কৃষকের মাঝে জৈবসার, জৈব বালাইনাশক ঔষধ তৈরীর ও প্রোয়োগের সরঞ্জাম এবং সবজির বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ভোলায় পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পেইজ প্রকল্পের আওতায় লবনাক্ত জমিতে উচ্চ মূল্য মানের ফসল চাষের মাধ্যমে উদ্দ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

সকালে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক কর্মসূচি জনার হুমায়ুন কবীর। প্রশিক্ষক ছিলেন কৃষিবিদ ফয়সাল মাহমুদ জোয়ার্দার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক আবু বকর, কৃষিবিদ আনিসুর রহমান টিপু প্রমূখ।

প্রশিক্ষনে ৪০ জন কৃষক অংশ নেয়।

সমুদ্রগামী ট্রলারের মাঝিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের তুলাতুলিতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নে সমুদ্রগামী ট্রলারের মাঝিদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই আহরণ, আহরিত মৎস্য সংরক্ষণ, পরিবহন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এবং মৎস্য আহরণে আইন, বিধি নীতিমালা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ২০০ জন জেলে এবং মাঝিদের মাঝে লাইফ

জ্যাকেট বিতরণ করা হয়।
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমানের সার্বিক তত্বাবধানে প্রশিক্ষনটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ নাসির উদ্দিন প্রামানিক। এছাড়াও প্রশিক্ষণে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিপিপি টিম লিডার একটি সেশন পরিচালনা করেন এবং ট্রলারের প্রধান মাঝি ট্রলার পরিচালনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। প্রশিক্ষণ শেষে জেলে এবং মাঝিদের মাঝে লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করেন সংস্থার উপ-পরিচালক, শাখা ইনচাজ ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তা (ফিশারীজ)। উক্ত উপ-প্রকল্পটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়ন এবং কারিগরী সহযোগিতায় ভোলা জেলার দুইটি উপজেলায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।



ভোলার চর চটকিমারায় প্রাণিসম্পদ লালন পালনে ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ
ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নের চর চটকি মারায় প্রানিসম্পদ লালন পালনে ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এলআরএমপি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।
প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ শাহিন মাহমুদ। বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপক মোঃ কামরুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক মোঃ মাহমুদুর রহমান ও ডাঃ খলিলুর রহমান। প্রশিক্ষণে প্রাণিসম্পদ লালন পালনকারী ৩০ জন নারী অংশ নেয়।



ভোলায় ৩০ জেলের মাঝে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ
ভোলায় নিরাপদ মৎস্য পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছ ধরার ট্রলারে রেইনকোর্ট, ফাস্টএইড বক্স ও সেবা প্রদানকারিদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ এর অর্থায়নে শনিবার (৩ সেপ্টম্বর) বিকালে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার কর্যালয়ে এ অনুষ্ঠান হয়েছে। ৩০ জন জেলের মাঝে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩ জনকে সাইকেল বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান প্রমূখ। তিনি বলেন,



উপকূলের জেলেদের সুরক্ষার জন্য পিকেএসফ এর সহযোগীতায় কাজ করছে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা। আমরা খুব শিঘ্রই সাগরের জেলেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ডিভাইস দিব। যার মাধ্যমে জেলেদের অবস্থান নির্ণয়সহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে জেলেরা।

ভোলায় তিনদিন ব্যাপী পথনাটক দলের প্রশিক্ষন

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় তিন দিন ব্যাপী বাল্য বিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রথা বিষয়ক পথনাটক দলের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে। সকালে প্রশিক্ষণের উদ্ধোধন করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক কর্মসূচি হুমায়ুন কবির, টেকনিক্যাল অফিসার পুষ্টিবিদ বাবুল আখতার ও প্রশিক্ষক আনোয়ার পারভেজ।



ভেলুমিয়া বাজারে পরিবেশ ক্লাবের উদ্যেগে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

'আমার এলাকা আমার হাতেই হোক পরিষ্কার' এই স্লোগান কে সামনে নিয়ে ভেলুমিয়া পরিবেশ ক্লাবের উদ্যোগে ভেলুমিয়া বাজারে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জনসাধারণের মাঝে প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ভেলুমিয়া পরিবেশ জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে অভিযানটি এলাকায় ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিশেষ করেন সমাজকর্মী দুলাল উপস্থিত ছিলেন-এসইপি মোঃ আরিফুর রহমান। লেলিন মজুমদার ও ভেলুমিয়া উল্লেখ্য, পল্লী কর্ম-সহায়ক এর সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে প্রজেক্ট (এসইপি) বাস্তবায়ন জলবায়ু ও পরিবেশগতভাবে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি



ক্লাব, স্থানীয় জনসাধারণ ও পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা সাড়া ফেলেছে। উক্ত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ মাতাব্বর। এছাড়া আরও প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা টেকনিক্যাল কর্মকর্তা ডা. পরিবেশ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) উন্নয়ন সংস্থা ভোলার ৩টি সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ করছে। ভোলা জেলায় টেকসই মহিষ খামার গড়ে ২০১৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কর্ম এলাকার ৯ টি ইউনিয়নে ৯ টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এসব ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে আসছে।

ভোলার ভেলুমিয়ায় প্রসপারিটি প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৪৭ টি ছাগল বিতরণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ



ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নে প্রসপারিটি প্রকল্পের অতিদরিদ্র ৭১ জন সদস্যের মধ্যে বিনামূল্যে ১৪৭ টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রসপারিটি প্রকল্পের লাইভলিহুড কম্পোনেন্টের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ গুলো বিতরণ করে। মঙ্গলবার বিকেলে বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) মোঃ জাকির হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন প্রসপারিটি প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ডাঃ অরুন কুমার সিংহ, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবু বকর, ভেলুমিয়া শাখা ইনচার্জ মন্‌জুর আলম, লাইভলিহুড কম্পোনেন্টের টেকনিক্যাল অফিসার নেয়ামুল হক সাকিব, মৎস্য অফিসার আরিফ হোসেন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আবদুর রহিম, এমআইএস অফিসার সোনিয়া বেগম ও এটিও মোঃ সাব্বির হোসেন খান।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রাণি বহনকারী দ্বিতল বিশিষ্ট জলযানের উদ্বোধন

জিজেইউএস ডেস্কঃ



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার অনুদানে ভোলায় এ প্রথম প্রাণি বহনকারী দ্বীতল বিশিষ্ট জলযানের উদ্বোধন করা হয়েছে। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) হুমায়ুন কবীর জলযানটির উদ্বোধন করেন। দীর্ঘদির ধরে ভোলা থেকে অন্যান্য স্থানে প্রাণিবাহি জলযানের অভাবে খামারিরা প্রাণি বহন করতে সমস্যায় পড়তে হতো। সমস্যা লাঘবে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ভেলুমিয়া ইউনিয়নের ফরাজি কান্দি গ্রামের সোহেল হাওলাদার মাঝিকে তার ছোট্র জলযানটিকে প্রশস্ত করে বেশি প্রাণি বহন করার জন্য ৩ লক্ষ টাকা অনুদান ও সংস্থা থেকে সহজ শর্তে আরো ২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন। খামারীদের সেবা প্রদান করার জন্যই এ উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা। বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, আরএমটিপি প্রকল্পের মনিটরিং এন্ড রেজাল্ট ম্যানেজম্যান্ট অফিসার মোঃ সাইফুল ইসলাম, ভিসিএফ বদরুজ্জামান রানা, ভিসিএফ মোঃ ছানাউল্লাহ (আইটি), ভিসিএফ মোঃ রুহুল আমিন ও সহকারী ভিসিএফ মোঃ কামরুজ্জামান প্রমূখ ।

ভোলায় লেসন লার্নিং বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এর বাস্তবায়নাধীন এসইপি-নেটিভ পোল্ট্রি প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলায় পরিবেশগত ভাবে দেশীয় পোল্ট্রি পালন ও বাজার সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্পের আয়োজনে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে লেসন-লার্নিং শিরোনামে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি) হুমায়ুন কবীর, পরিচালক (ঋণ) মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) মোঃ মোস্তফা কামাল সহ উর্ধ্বতন কর্মকতা বৃন্দ সহ প্রকল্পের অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (প্রকল্প ব্যবস্থাপক) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এ আলোচনায় প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন মহিন বলেন, নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে ভালোভাবে এগিয়ে যাবো। তিনি আরো বলেন, পরিবেশসম্মত ভাবে বেশি বেশি দেশী মুরগির বড় আকারের খামার স্থাপনের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও দেশী মুরগী পালনে উৎসাহী করে তুলতে হবে। যেনো হারিয়ে যাওয়া দেশী মুরগী আবারো ব্যাপকভাবে ফিরে আসে আমাদের মাঝে। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রানবন্ত আলোচনায় একটি ফলপ্রসূ কর্মশালার আয়োজন করায় এসইপি-নেটিভ পোল্ট্রি প্রকল্পের টীমকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাক্ষরতা শিখন বিষয়ক আলোচনা সভা



ভোলা প্রতিনিধিঃ

ভোলায় আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সাক্ষরতা শিখন বিষয়ক আলোচনা সভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভোলার সহকারী পরিচালক ফরহাদ হোসেন আজাদ। সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) জনাব হুমায়ুন কবীর।

সভায় বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ওয়াচ কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তরা সাক্ষরতার হার বাড়ানো ও শিশু ঝঁড়ে পড়া রোধের উপর বিষদভাবে আলোচনা করেন।

ভোলায় স্থানীয় হোটেল ও রেস্টুরেন্টের রাধুনীদের কাঁকড়া রান্না বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় স্থানীয় হোটেল ও রেস্টুরেন্টের রাধুণীদের দুদিন ব্যাপী কাঁকড়া রান্না বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পেইজ প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

আজ বৃহস্পতিবার জিজেইউএস হলরুমে সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক (কর্মসূচি) হুমায়ুন কবীর, সহকারী পরিচালক আনিসুর রহমান টিপু ও ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ কাওছার রহমান। প্রশিক্ষণে দুই ব্যাচে ভোলার বিভিন্ন হোটেল ও রেস্টুরেন্টের ৫০ জন রাধুনী অংশ নেয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ভোলা বিএফজি রেস্টরেন্টের প্রধান সেফ মোঃ ইব্রাহীম । শেখানো হয় কাঁকড়া ফ্রাই, কাঁকড়া ছালাদ, ক্রাব গার্লিক স্পাইস, কাঁকড়া দোপেঁয়াজো ইত্যাদি।



সর্জান পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছে শতাধিক কৃষক

ভোলার চরফ্যাশনে অনাবাদি পতিত জমিতে সর্জান পদ্ধতিতে নানা ধরনের সবজি চাষ করে সফলতার মুখ দেখেছেন শতাধিক কৃষক। এ পদ্ধতি ইতিমধ্যে এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে। ভালো ফসল বেশি দামে বিক্রি করতে পেরে কৃষকরা বেশ খুশি।

মাটি কেটে এক থেকে দুই মিটার চড়া বেড তৈরী করে তার মধ্যে রোপন করা হয় বিভিন্ন সবজির বীজ। বীজের মধ্যে রয়েছে শশা, করলা, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, দুন্দলসহ বিভিন্ন সবজির বীজ। দুই বেডের মাঝখানে নালাতে ছাড়া হয় তেলাপিয়া ও বিভিন্ন কার্প জাতিয় মাছের পোনা। নালার উপরে ঝাঁকা দিয়ে দেয়া হয়। যখন ফলন আসতে থাকে তখন ঝাঁকায় সবজিগুলো ঝুলতে থাকে। আর নালায় মাছ বড় হতে থাকে। এর ফলে একদিকে পাচ্ছে কৃষক সবজি অন্যদিকে পাচ্ছে নালার মাছ। এতে করে কৃষকরা খুব সহজে সবজি ও মাছ বিক্রি করে অনেক টাকা আয় করতে পারছেন।



এ সর্জান পদ্ধতিতে চাষ করার প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন নগদ অর্থ, সবজির বীজ, মাঁচা তৈরীর জাল, রশি মাছের পোনা ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পেইজ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা।

চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ এলাকার কৃষক মোঃ আবু তাহের, সালাম, আবুল কালাম, মোঃ শাজাহান শিকদার জানায়, সর্জান পদ্ধতি খুব সহজ ও সারা বছরই জমিতে সবজি চাষ করা যায়। ফলে এক বিঘা জমিতে ফসল চাষ করে খরচ বাদে সহজেই লক্ষাধিক টাকা আয় করা সম্ভব। নিচু এবং এক ফসলি জমিকে বছরব্যাপী চাষের উপযোগী করার জন্যে সর্জান পদ্ধতি খুবই কার্যকর।



ভোলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব হাসান ওয়ারেসুল কবীর জানান, ভোলায় এবার ৭৮২৩ (সাত হাজার আট শত তেইশ) হেক্টর জমিতে সর্জান পদ্ধতিতে সবজি আবাদ হয়েছে। ভোলা নিচু এলাকা হওয়ার দরুন এই পদ্ধতি খুবই কৃষক বান্ধব। এতে করে কৃষকেরা সারা বছর তাদের জমি থেকে ফসল সংগ্রহ করতে পারে।

কেইস স্টাডি

কিশোর শাহীন এর শুরু থেকে শুরু করা



মোঃ শাহীন আলম, পিতা ঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, মাতা ঃ গোলেনুর বেগম, বয়স: ২৩ বছর। পারিবারিকভাবে মোঃ শাহীনের বাবা তাদের নিজস্ব জমিতে কৃষি কাজ করতেন। বাবার কাজে সাহায্যের পাশাপাশি ছেলেবেলা থেকেই মোঃ শাহীন আলমের যন্ত্রপাতির প্রতি বিশেষ ঝোক ছিল। সুযোগ পেলেই তিনি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে যেতেন। এমনকি তিনি বাইসাইকেল থেকে মোবাইলে চার্জ দেয়া যায় এমন বিদ্যুৎও তিনি উদ্ভাবন করেন। এর পাশাপাশি তিনি কীটনাশক ও ইলেকট্রিক পণ্যের ডিলারশীপের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভোলা জেলার ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের শেরেবাংলা বাজারে মোবাইল সার্ভিসিং এবং এক্সেসরিজ এর ব্যবসা করেন। ইলেকট্রিক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকা এবং তার এ উদ্ভাবনী মনোভাব থেকেই তার এই মোবাইল সার্ভিসিং এবং এক্সেসরিজ এর ব্যবসায় আসা। ২০১৯ এর বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে মন্দা প্রভাব পড়ে তার থেকে বাদ যায়নি জনাব মোঃ শাহীনের এই মোবাইল সার্ভিসিং এবং এক্সেসরিজ এর ব্যবসাও। মহামারী করোনার প্রভাবে তার দোকান প্রায় ০৯ (নয়) মাসের মতো বন্ধ ছিল। এই নয় মাস বন্ধ থাকাতে তার আনুমানিক প্রায় ১,৮০,০০০/= (এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) টাকার মত ক্ষতি হয়েছিল। ২০১৭ সালে এ ব্যবসা শুরুর পরপরই কোভিড-১৯ এর সেই করাল গ্রাসে জনাব মোঃ শাহীনের ব্যবসায় বিশাল এক ঝড় বয়ে যায়। শুরু থেকে তার দোকানে তাকে সাহায্য করা এবং কাজ শেখার জন্যে স্থানীয় একটি ছেলে সহায়তা করতো এবং তার খাওয়া এবং বেতন বাবদ মাসে প্রায় ৯০০০/- (নয় হাজার টাকা মাত্র) টাকা তার জন্যে ব্যয় করা হতো এবং বর্তমানে এই করোনা ঝড়ের কারণে সে ছেলেটিকে এখন আর তার দোকানে তিনি রাখতে পারছেন না। করোনাকালীণ এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্যে তিনি পিকেএসএফ এর সহযোগীতায়, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জঅওঝউ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকেরহাট শাখা থেকে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঋণ গ্রহন করেন এবং এ টাকার পুরোটাই তিনি তার মোবাইল সার্ভিসিং এবং এক্সেসরিজ এর ব্যবসায় বিনিয়োগ করে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। যদিও করোনার ক্ষতি এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলে জানান মোঃ শাহীন। তিনি জানান, বর্তমানে তার এ উদ্যোগ থেকে তিনি প্রতি মাসে নীট প্রায় ১২,০০০/- (বারো হাজার টাকা মাত্র) টাকা আয় করে থাকেন এবং তিনি এও জানান যে, তার এ ব্যবসা থেকে করোনার পূর্বে তিনি প্রতি মাসে প্রায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) টাকার মত নীট আয় করতেন। তার এ ব্যবসার সাথে তার পরিবারের কোন সদস্য বর্তমানে জড়িত নেই এবং শতকষ্ট সত্ত্বেও তিনি তার ব্যবসার যাবতীয় কাজ একাই সামলান। মোঃ শাহীন আশা করেন যে, করোনা ঝড়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে তিনি তার ব্যবসাকে ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারণ করে সৃষ্টি করতে পারবেন নতুন কর্মসংস্থান।

দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস ও প্রস্তুতিতে কমিউনিটি লিডারদের প্রশিক্ষণ

জিজেইউএস ডেস্কঃ



ভোলায় প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে একীভুত দূর্যোগ ঝুকিহ্রাস ও প্রস্তুতিতে কমিউনিটি লিডারদের সিপিপি ও ইউডিএমসি সদস্যদের দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের প্রসপারিটি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ প্রশিক্ষনের আয়োজন করে। প্রশিক্ষনের উদ্বোধন করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার খশরু মইন তানভির আহমেদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার রাশেদুল হাসান ও এপিসি অডিট রেজা হাসমত। প্রশিক্ষণে ২৫ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশ নেয়। প্রশিক্ষক ছিলেন মোঃ আবদুর রশীদ, উপ-পরিচালক, সিপিপি ভোলা ও মোঃ আবুল হাসনাত (তসলিম), উপজেলা টিম লিডার, ভোলা সদর, ভোলা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার পুষ্টিবিদ মোঃ বাবুল আখতার।

মাছের খামারীদের মধ্যে দেশীমাছের পোনা ও বিভিন্ন উপকরন বিতরন

জিজে ইউএস ডেস্কঃ

পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি শীর্ষক উপ-প্রকল্পের আওতায় মৎস্য খামারীদের মধ্যে দেশি মাছের পোনা ও বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন এগুলো বিতরণ করেন। গতকাল সকালে বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ-পরিচালক ডাঃ খলিলুর রহমান, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর নাসির উদ্দিন প্রমানিক, সংস্থার ভোলা-২ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ আলি ও সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর নাইম মৃধা।



ভোলায় শিক্ষা বাজেটের উপর মতবিনিময় সভা, আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি,



জিজেইউএস ডেস্কঃ

আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। গতকাল বুধবার সকালে ভোলা সদর উপজেলায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সভাকক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, শিক্ষায় যে বাজেট সেটা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। বিগত দিনে শিক্ষা খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু করোনা মহামারির পর শিক্ষাখাত রীতিমতো এলোমেলো অবস্থায় আছে। করোনার থাবা শিক্ষার সেই গতিকে যেন থামিয়ে দিয়েছে। করোনাকালের ব্যাপক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা এবং প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন, নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা জাতীয়করণ, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, মানসম্মত শিক্ষক ও শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অনেকে। কেউ কেউ আবার জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, গনসাক্ষরতা অভিযান ও সিএমপিএ এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের ডেপুটি ম্যানেজার আঃ রউফ। সভায় শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রুহুল আমিন জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাদব চন্দ্র দাস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, ভোলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবেদ শাহ, সাংবাদিক নেয়ামত উল্যাহ, নিগার সুলতানা রিংকু, শিক্ষক পারভেজ প্রমূখ। মতবিনিময় সভার উপস্থাপনা করেন জিজেইউএস এর অতিরিক্ত পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল। মতবিনিময় সভায় শিক্ষক, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোলায় পরিবেশ সনদ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জিজেইউএস ডেস্কঃ

ভোলায় দেশীয় পোল্ট্রি খামারিদের নিয়ে পরিবেশ সনদ বিষয়ক দিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের এসইপি প্রকল্পের সহযোগিতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার ভোলা -৩ শাখায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব আব্দুল মালেক।



কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান, এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকর্তা এস. এম. সাকিবুল ইসলাম ও টেকনিক্যাল অফিসার মাহামুদুল হাসান। কর্মশালায় ভোলা সদর, উত্তর জয়নগর ও দৌলতখান এর ৩০ জন দেশীয় পোল্ট্রি খামারী অংশ নেয়। কর্মশালায় বক্তারা খামারিদের পরিবেশ সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং খামারীদের পরিবেশ সনদ গ্রহনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।



ভাড়া বাসা মানে পরাধীন জীবন

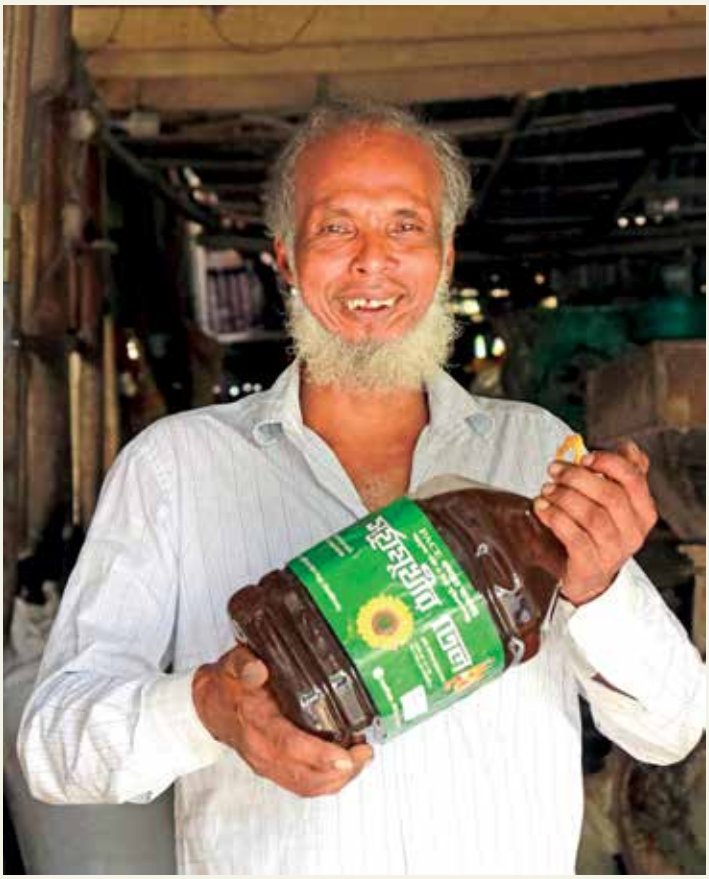
নিজেদের বাড়িতে বসাবাসের পাশাপাশি মানুষ বর্তমানে ভাড়া বাড়িতেও বসবাস করে থাকে। তবে সেটা সর্বদা চাকুরীজীবি হবে এমনট নয়। যাদের বসত ভিটা নেই ঘর নির্রানের মতা সামান্য জমি নেই নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতে হয় তারা ভাড়া বাড়িতে। এখানে চলতে হয় বাড়িওয়ালার ইচ্ছানুযায়ী ;নিজের ইচ্ছার কোনপ্রকার প্রতিফলন ঘটাবার সুযোগ নেই। বাসার ভিতরে নিজের মতো করে সাজানোর কোন সুযোগ নেই । নেই কোন অতিথী আনয়নের সুযোগ; যদিওবা কোন অতিথী আসে তাহলেও শুনতে হয় বাড়িওয়ালার ভ্রু কুচকানো সতর্কবানী। এছাড়াও সন্তানদের মানসিক বিকাশে নেই কোন খেলাধুলার পরিবেশ; নেই কোন উৎসব উদযাপনের সুযোগ এযেন স্বাধীন দেশের পরধীন যোদ্ধা। এমনই বলছিলেন মোসাম্মৎ লিপি আক্তার। ভোলা পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ডের আলীয়া মাদ্রাসা সড়কে আব্দুস সালাম বেপারীর বাসায় দর্ঘিদিন বসবাস করা লিপি আক্তার , স্বামী ওয়ালিউল্লাহ ও ০৭ বছর বয়সী মেয়ে আবিদাকে নিয়ে বসবাস করছিলেন এই দম্পতি। স্বামী ওয়ালিউল্লাহ ওয়েস্ট পাওয়ার জোনে চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারী। স্বল্প আয়ের কারনেই এই দম্পতিকে ভাড়া বাসায় থেকে সংসার চালাতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয়। বাড়ি তৈরিতো তাদের জন্য অলীক স্বপ্ন।

তবুও তারা স্বপ্ন দেখছেন বাড়িওয়ালাদের মতো করে নিজেদের থাকার জন্য ছোট হলেও একটি বাড়ি নির্মানের কিন্তু তা প্রায় অসম্ভবই ছিলো তাদের জন্য কেননা পরিকল্পনা করার মতো সময় থাকলেও বাড়ি নির্মাণ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। ওয়ালিউল্লাহর স্ত্রী লিপি আক্তার এর পৈত্রিক ভিটায় ১.৭৫ শতাংশ ওয়ারিশ সুত্রে প্রাপ্ত হয়ে সেখানে ঘর করার বাসনা পোষন করেন। এইদিকে বিয়ের পর থেকেই লিপি আক্তার স্বামীর আয়ের পাশাপাশি গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা থেকে আয়বর্ধণমুলক কাজে ঋণ গ্রহন করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। যেখান থেকে তিনি মাসে অল্প পারিমান হলেও ইনকাম করতেন। এভাবেই গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সাথে তার সম্পর্ক তিনি একটি ডিপিএস করেন ১০০০টাকা ০৮ বছর মেয়াদী। সেই জমানো টাকা এবং সংস্থা থেকে ৩০০০০০/- তিন লক্ষ টাকা আবাসন ঋণ গ্রহন করে পৈত্রিক ভিটায় একটি নিরাপদ আবাসন তৈরী করেন। বর্তমানে একমাত্র আদরের সন্তান আবিদাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন নিজ বাড়িতে হাঁস মুরগী পালন করছেন যেখান থেকে তাদের পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিতায়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবেও কিছুটা অর্থ উপাজন করছেন । সেই উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ থেকেই ভালভাবে পরিশোধ করে যাচ্ছেন ঋণের কিস্তির টাকা।

কেইস স্টাডি

একজন রফিকুল ও সূর্যমুখীর তেল

মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা: মোঃ আবদুল ওদুদ মিয়া; মাতা: আচিয়া বিবি; স্ত্রী আর ২ ছেলেকে নিয়ে থাকেন পৈত্রিক ভিটা ভোলা সদরের পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের গুপ্তমুন্সি গ্রামের পরানগঞ্জে। ২ ছেলেকে নিয়েই তার ছোট্ট সংসার। বড় ছেলে মাস্টার্স পাশ করে বাবার ব্যবসার কিছুটা সময় দেয়া শুরু করেছে মাত্র। বয়স পঞ্চাশোর্ধ রফিকুল ইসলাম জানালেন তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস। রফিকুল বলেন, আজ থেকে ৪০ বছর যাবৎ ধান ভাঙ্গানোর এই কাজের সাথে জড়িত। শুরুর দিকে একজনের কাজ করতাম। ধান ভাঙ্গানোর হলারের একটি দূর্ঘটনায় বহুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। বেঁচে ফিরবো কখনো এটা ভাবিনি। মালিক পক্ষ আমার চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। কিছুটা ভালো হয়ে যখন আবার তার কাজে গেলাম কিন্তু ভালো ব্যবহার আর পেলাম না। একদিন সন্ধ্যায় আমাকে খুব গালিগালাজ করলো। সেদিনই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম আল্লাহ যেনো আমাকে আর মানুষের কাজ না করায়। পরের দিন সবকিছু নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। নিজের জমানো কিছু টাকা আর ধার দেনা করে ধান ভাঙ্গানোর একটা হলার মেশিন কিনে নিলাম। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ধান ও চাল ভেঙ্গে দিয়ে আসতাম। এভাবে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবৎ কাজ করেছি। অতপর ২০১০ সালের দিকে নিজের বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট ঘর তৈরি করে সেখানে স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করি। প্রথমে লোকজন কম আসতো এবং আমার এলাকার পরিচিতজনরাই আসতো। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পরে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এখন লোক এসে ধান, চাল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যায়। ২০১২ সালের দিকে প্রথম সরিষা ভাঙ্গানোর মেশিন আনলাম এবং সরিষা ভাঙ্গানো শুরু করি। ফলে কাস্টমারের সংখ্যা বাড়ে এবং কিছুটা আয় বাড়ে। কিন্তু সরিষা ভাঙ্গানোর পরে তেলের ফিল্টারের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। অবশেষে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার পেইজ প্রকল্পের আর্থিক আওতায় এবছর একটি ফিল্টার মেশিন ক্রয় করি পাশাপাশি কৃষকের নিকট হতে সূর্যমুখীর বীজ ক্রয় করে তা থেকে তেল তৈরি করার পর ফিল্টারকৃত তেল বোতলজাত করে নিজেই বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করি। ফলে সকলের মধ্যে একটি প্রচার হয়ে যায় যে, আমার এখানে খাটি সূর্যমুখীর তেল পাওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের তেল ফিল্টারও করা যায়। ফলে এবছর সূর্যমুখীর তেল বিক্রি ও ধান, চাল, সরিষা, সূর্যমুখী এবং মসলা ভাঙ্গিয়ে ভালো একটা পরিমাণে লাভ হয়। সেই লাভের টাকা দিয়ে এবং কিছু ঋণ সহায়তা নিয়ে কারখানা আরো বৃদ্ধি করি এবং নতুন বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ৩ টি মেশিন ক্রয় করি। বর্তমানে আমার কারখানায় আমিসহ মোট ৩ জনে কাজ করি। রফিকুল ইসলাম বলেন, সততার সাথে কাজ করলে কখনো ঠকতে হয় না। তাছাড়া পরিশ্রম করলেও তা কখনো বৃথা যায় না। তবে আমার ব্যবসার প্রচার এবং প্রসারের জন্য গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞ। তারাই আমাকে বোতলজাতকৃত সুর্যমুখীর তেল বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। রফিকুল ইসলাম জানান, এবছরে তিনি ১০০ মন সূর্যমুখীর বীজ ক্রয় করেন এবং সেগুলো থেকে ১৪০০ লিটার তেল পান। বীজ ভাঙ্গিয়ে তেল তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন। তেল বিক্রি থেকে তার ভালো পরিমাণে লাভ হয়। তবে লাভের টাকা তিনি পুরোপুরি খরচ না করে কারখানার উন্নয়নে অধিকাংশই ব্যয় করেন। রফিকুল ইসলামের সূর্যমুখী তেল বিক্রির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী বছরে ৫০০ মন সূর্যমুখীর বীজ ক্রয় করে তা থেকে তেল উৎপাদন করে বিক্রি করার। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে আমার সূর্যমুখী তেলের চাহিদা অনেক। এবার ফিল্টার মেশিনে তেল ফিল্টার করার কারনে তেলের গুনগত মান অনেক ভালো এবং দীর্ঘদিন যাবত ঘরে রেখে খাওয়া যায়।



আমারা যাদেরকে হারিয়েছি



মোঃ ইউসুফ
অতিরিক্ত পরিচালক
যোগদানের তারিখঃ ০১.০৮.২০০০
মৃত্যুর তারিখঃ ০৪.০২.২০২০



নাহিদ আহমেদ তারেক
জুনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার
যোগদানের তারিখঃ ১৮.০১.২০১৫
মৃত্যুর তারিখঃ ০৯.০৯.২০২১



তাছলিমা বেগম
ফিল্ড অফিসার
যোগদানের তারিখঃ ০২.০৯.২০১৪
মৃত্যুর তারিখঃ ২৮.০৮.২০২০



মোঃ শরীফ
এম এল এসএস
যোগদানের তারিখঃ ২৩.০২.২০১২
মৃত্যুর তারিখঃ ০৩,১১.২০২১